Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-VII, Issue-II, October 2018, Page No. 78-84
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

আধুনিক ভারতের সংবাদপত্রের বিকাশ : একটি সমীক্ষা

সেখ সাহাজাহান
সহকারী অধ্যাপক, বোরিংডাঙ্গা হাই স্কুল, জামুরিয়া, পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

The origin of newspaper in Bengal, broadly in 'modern India' can be traced back to the early 19th Century. Needless to say, it was the profound impact of English education, modern pragmatic statehood and modern education, which created positive condition for the introduction of newspapers in India. Since Bengal was the main centre of Renaissance and modernity the rise of first newspaper, both in English and Varnacular were seen in Calcutta (presently Kolkata). From Hicky's 'Bengal Gazette' (1780) to 'Bengalee' of Surendranath Bannerji a rich evolution of varnacular newspapers were seen, which took significant role in the making of public opinion in India. Moreover this paper took tremendous role in the creating of political consciousness, national feeling and libaral ambience in 19th century Bengal. This paper attempts to focus on the rise and growth of Bengali newspapers in the 19th century.

Key Words: Renaissance, Modernity, Varnacular, News Paper, Bengal.

ভুমিকা: অবিভক্ত বাংলায় বৃহত্তর অর্থে আধুনিক ভারতে সংবাদ পত্রের বিকাশের উৎস নিহিত আছে ঊনবিংশ শতকের প্রথম দিকে। অপরিহার্য ভাবে বলা হয়েছে যে সংবাদ পত্রের বিকাশ ইংরাজি শিক্ষা, আধুনিক, প্রয়োগিক এবং আধুনিক শিক্ষার ওপর ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল, যেটি ভারতের সংবাদ পত্রের বিকাশের ইতিবাচক অবস্থা সৃষ্টি করেছিল। এই সময় থেকেই বাংলা হয়ে উঠে নবজাগরন এবং আধুনিকতার কেন্দ্র স্থল এবং এখানেই গড়ে উঠে মাতৃভাষা ও ইংরেজি উভয় ধরনের সংবাদ পত্র যেটি দেখা গিয়েছিল ক্যালকাটায় (বর্তমানে কলকাতায়)। হিকির 'বেঙ্গল গেজেট' (১৭৮০) থেকে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির 'বেঙ্গলি' মাতৃভাষা সংবাদ পত্রের ক্ষেত্রে একটি সমৃদ্ধ বিবর্তন তৈরী করেছিল, সেটি ভারতে গুরুত্বপূর্ণ জনমত গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল। যাই হোক এই প্রবন্ধটি ঊনবিংশ শতকে বাংলার রাজনৈতিক সচেতনতা, জাতীয় আবেগ এবং উদারনৈতিক পরিরেশ গড়ে তুলতে অসাধারণ ভূমিকা নিয়েছিল। এই প্রবন্ধটি ঊনবিংশ শতকে বাংলা সংবাদ পত্রের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল।

আজকের একবিংশ শতাব্দীর যুগে যে ভাবে, গণমাধ্যমগুলির জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে আজ থেকে দুইশত বছর আগের অবস্থা কিন্তু এরকম ছিল না। ভারতে সংবাদ মাধ্যামের উৎসটা ছিল বৈচিত্র্যপূর্ণ। পুরোপুরি সংগঠিত, সর্বসাধারণের পাঠের উদ্দেশ্যে প্রচারিত এবং যান্ত্রিক পদ্ধতিতে বহু কপি মুদ্রিত ভারতবর্ষের প্রথম সংবাদপত্র। জেমস অগাষ্টাস হিকির "বেঙ্গল গেজেট" প্রকাশিত হয় ১৮৭০ সালার ২৯শে জানুয়ারী। হিকির কাগজের শিরোনামের নীচে লেখা ছিল 'এ উইকলি পলিটিক্যাল অ্যাণ্ড কমারসিয়াল পেপার ওপেন টু অল পার্টিজ বাই নান'। এই লেখা থেকে বোঝা যায় যে হিকি তথা এদেশের প্রেস জন্মের সময় থেকেই স্বাধীনতা সংগ্রহ করার জন্য সানন্দে

এ পত্রিকা প্রকাশের দৈহিক শ্রম করেছি'। প্রথম থেকেই হিকি তার কাগজে সরকারি নীতি ও কাজের সমালোচনা করতেন, ফলে ব্রিটিশ শাসকদের সাথে তার সংঘাত শুরু হল। তার সংবাদ পত্রের আক্রমণের অন্যতম লক্ষ্য ছিল অনেকের মধ্যে সুইডিশ পাদ্রি জন কিয়েরেন্ডার,তার বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি নাকি প্রতিদ্বন্দ্বী সংবাদ পত্র 'ইন্ডিয়া গেজেট'র সব টাইপ বেঁচে দিয়েছেন এখন কলকাতার প্রধান গির্জাটিও বেঁচে দেওয়ার মতলব করছেন। তখন পাদ্রি গর্ভনর জেনারেল হেস্টিংসের কাছে অভিযোগ ও হিকির বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করেন। মামলায় হিকির ৫০০ টাকা জরিমানা ও চার মাসের জেল হল। এরপর হিকি তার সংবাদ পত্রে বিচারপতি ইলাইজা ইম্পে, খোদ গর্ভনর জেনারেল হেস্টিংস এবং তার পত্নীর বিরুদ্ধে সমালোচনা করেন। এই সমালোচনা শেষ পর্যন্ত হেস্টিংসের স্ত্রীর চরিত্র সম্পর্কে মানহানির ইঙ্গিতও ছিল। এরফলে ১৭৮০ সালে ১৪ই নভেম্ভর আদেশ জারি করে হিকির সংবাদ পত্র পাঠানো নিষিদ্ধ করে দেন (মান্না, ১৯৯৫: ২০)। ঠিক এই সময়েই ১৭৮০ সালে কলকাতা থেকে দ্বিতীয় সংবাদ পত্র 'ইন্ডিয়া গেজেট' প্রকাশ শুরু করেন বি মেসিং ও পিটার রীড। যারা ছিলেন হেস্টিংসের সমর্থক ও হিকির চরম প্রতিদ্বন্দ্বী। এই 'ইন্ডিয়া গেজেট' কে Grant of Postal Facilities প্রদান করা হয় হিকিকে তা দিতে আস্বীকার করা হয়। এইভাবে ১৭৮১ সালে গর্ভনর জেনারেল তার বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেন এবং এই মামলার রায়ে হিকিকে একবছরের জেল ও দুহাজার টাকা জরিমানা করা হয়। আবার ১৮৭২ সালে মার্চ মাসে ওয়ারেন হেস্টিংস ৪টি নতুন আদেশ জারি করে হিকির সংবাদ পত্র পুরো বন্ধ করেছেন। তিনি সম্পূর্ণ দেউলিয়া হয়ে পড়েন। এরপর জেমস সিল্ক বাকিংহাম হলেন সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা সংক্রান্ত বিষয়ে আর এক অগ্রদূত বলে অভিহিত করেন পন্ডিত জওহরলাল নেহেরু। ১৮১৮ সালে প্রকাশিত হয় তার 'ক্যালকাটা জার্নাল'। এর উদ্দেশ্য ছিল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীদের ও আমলাদের অপকর্ম প্রকাশ করে তাঁদেরকে সেকাজ থেকে বিরত করা। এইভাবে ভারতে সংবাদপত্রের বিকাশের ইতিহাসে বাকিংহামের 'ক্যালকাটা জার্নাল' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। তবে বাকিং হামের বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিরোধ গড়ে তোলে কুড়ি নং সৈন্যদলের Col. Rubison তার দমনমূলক কাজকর্মের সমালোচনা করার জন্য। এইভাবে তিনি সংবাদপত্রকে জনগনের দর্পন হিসাবে তুলে ধরেছেন। বাকিংহামের সঙ্গে রাজা রামমোহন রায়কে ভারতে সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠাতা বলে অভিহিত করেছেন। এইভাবে তিনি ইংরেজি 'ব্রাহ্মনিক্যাল ম্যাগাজিন' (১৮২১), বাংলায় 'সংবাদ কৌমুদী (১৮২১) এবং ফরাসী ভাষায় 'মিরাৎ-উল-আখবার' (১৮২২) (আগারওয়াল এবং গুপ্তা, ২০০২: ৯৩-৯৭)।

রাজা রামমোহন রায়ের আর একটি পত্রিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রাজা রামমোহন রায় এই পত্রিকার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেছেন- "আমি আমার এই পত্রিকার দ্বারা ব্রিটিশ সরকারের অভিজ্ঞতাকে বাড়ানোর কথা বলেছি যাতে তাঁরা সামাজিক উন্নয়নমূলক বিষয়গুলি গুরুত্ব দেয়, এবং আমি চিহ্নিত করছি শাসকরা যাতে প্রজাদের বাস্তব অবস্থা বুঝি, তাদের ব্রিটিশ শাসন আইন প্রথা সম্পর্কে সচেতন করে তোলে; এবং এর ফলেই শাসকরা তাদের মেনে চলার জন্য অধিক সুযোগ পাবে জনগনের কাছে থেকে; এবং জনগন রাও শাসকের কাছ থেকে নিরাপত্তা ও প্রতিকার দাবী করবে।" এই ভাবে "মিরাৎ-উল-আখবার" ভারত এবং আয়ারল্যান্ডে ব্রিটিশ শাসনকে তীব্র ভাষায় সমালোচনা করবেন (মৈত্র, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, ৬৭-৭০)। এরপর গর্ভনর জেনারেল জন এড্যাম সংবাদ পত্রের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করেন এবং এর মান স্বরূপ তিনি এক দমনমূলক আদেশ জারী করেন, যা 'এড্যামস গ্যাগ' নামে পরিচিত (মান্না, ১৯৯৫:৩৯)। এই ভাবে গর্ভনর জেনারেল অ্যাডমাস 'Press Ordinance Act' ১৮২৩ জারি করে 'মিরাৎ-উল-আখবার' বন্ধ করে দেন। এই ordinance এর বিরুদ্ধে সমগ্র বাংলায় তীব্র প্রতিরোধ গড়ে উঠে। রায় একটি আর্জিপত্র (Petition against the press regulation) পেশ করেন সুপ্রীম কোর্টে তাতে স্বাক্ষর করে দ্বারকনাথ ঠাকুর এবং অনেক রাজনৈতিক সচেতন নেতারা। এই আর্জিপত্রটিকে "অ্যারিওপ্যাজিকা" বলে অবহিত করেন (আগারওয়াল অ্যান্ড গুপ্তা, নিউ দিল্লি ২০০২, ৯৭-৯৮)

তবে ব্রিটিশ গর্ভনর জেনারেল মেটক্লিফের অবদান ছিল গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল যে তিনি সংবাদপত্রের উপর এ্যাডামস এর সমস্ত রকমের নিয়ন্ত্রনের তীব্র সমালোচনা করেন যা, ভারতীয় সংবাদ পত্রের কাঠামোয় ব্যাপক

উন্নয়ন ঘটায়। তার এই সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা সংক্রান্ত বিষয়টি রাজা রামমোহন রায়ও জেমস বাকিংহাম কেও ছাপিয়ে যায় (আগারওয়াল অ্যান্ড গুপ্তা, ২০০২, ১০০-১০২)

ঊনবিংশ শতাব্দির দ্বিতীয়ার্ধে বাংলার নবজাগরণের বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে বিজারিত হয়েছিল কোলকাতার ইঙ্গ ভারতীয় সম্প্রদায়ের একদল বুদ্ধিবাদী গোষ্ঠী কর্তৃক ঠিক সেই সময়ে হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও (১৮০৯-৩১) যিনি সমাজের বিভিন্ন সনাতন রীতিনীতি আচার ও আচরনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু করেন। রাজা রামমোহন রায় এই বুদ্ধিবাদী আন্দোলন শুরু করলেও ডিরোজিও যখন আন্দোলনে নামেন তখন তাঁকে এক নতুন চ্যালেঞ্জ এর সম্মুখীন হতে হয়। তিনি 'নব্যবঙ্গ আন্দোলন' শুরু করেন। ডিরোজিওর অনুগামীদের বলা হত 'ইয়ং বেঙ্গল'। হিন্দু কলেজে শিক্ষকতার সময় তার একাধিক অনুগামী তৈরী হয় (ব্যানার্জি, ১৯৮৫: ২৭৬)। ডিরোজিওর প্রত্যক্ষ ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় (১৮১৪-৬৮) রামগোপাল ঘোষ (১৮১৫-৬৮), প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-৮৩), রাধানাথ শিকদার (১৮১৩-৭৩), রামতনু লাহিড়ী (১৮১৩-৯৩), শিবচন্দ্র দেব (১৮১১-৯০), রাধানাথ শিকদার (১৮১৩-৭০), রামতনু লাহিড়ী (১৮১৩-৯৩), শিবচন্দ্র দেব (১৮১১-৯০), দিগম্বর মিত্র (১৮১৭-৭৯) এবং গোবিন্দ্র চন্দ্র বসাক প্রমুখ। অন্যদিকে হরচন্দ্র ঘোষ, কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায় (১৮১৩-৮৫), রসিককৃষ্ণ মল্লিক (১৮১০-৫৮) সেই অর্থে তারা ছাত্র না হলেও তার ভবশিষ্য ছিল। আর একজন অনুগামীর নাম না বললেই নয় তিনি হলেন তারাচাঁদ চক্রবর্তী (১৮০৬-৫৭)। একসময় তিনি ইয়ংবেঙ্গল দলের নেতৃস্থানীয় ছিলেন। তার প্রগতিশীল মতামতের জন্য; ফ্রেড অফ ইন্ডিয়া' তার গোষ্ঠীকে অভিহিত করেছেন' চক্রবর্তী ফ্যাকশান' বলে অভিহিত করেছেন (রায়চৌধুরী, ১৯৯৩:৪৮)। 'ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠী কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন পত্রিকাগুলি হল' পার্থেনন', জ্ঞানান্বেষণ' ও 'বেঙ্গল স্পেকটেটর', 'দ্যা এনকোয়ারার' ইত্যাদি। এগুলির মধ্যে 'জ্ঞানান্বেষণ' ও 'বেঙ্গল স্পকটেটর নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। জ্ঞানান্বেষণ পত্রিকা (১৮৩১-৪০) টির সঙ্গে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়। রসিককৃষ্ণ মল্লিক ও রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ এর সঙ্গে যুক্ত ছিল। পত্রিকাটির নামকরণের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল জ্ঞানের অন্বেষণ-মধ্যাযুগীয় অজ্ঞতা ও অন্ধকুসংস্কারার পরিবর্তে নতুন যুগোপযোগী বিজ্ঞান ও যুক্তিধর্মী জ্ঞানের সন্ধান। শুধু তাই নয় এই পত্রিকাটি উদার ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষানীতির স্বপক্ষে বক্তব্য রাখেন। তাছাড়া নারী শিক্ষার ও অধিকারার বিষয়েও সচেতন ছিলেন। আবার কৃষকদের সমস্যার কথা এই পত্রিকায় তুলে ধরা হত। এই সব কারণে তা ব্রিটিশ সরকারের বিরাগ ভাজন হন এবং ১৮৪০ সালের মধ্যেই 'জ্ঞানান্বেষণ' বন্ধ হয়ে যায়। এরপর যে পত্রিকার মাধ্যমে ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠী তাদের চিন্তাভাবনা তুলে ধরে সেই পত্রিকাটি হল 'বেঙ্গল স্পেকটেটর' প্রকাশিত হয় ১৮৪২ সালে এপ্রিল মাসে এটি ছিল দ্বিভাষিক পত্রিকা। রামগোপাল ঘোষের উদ্দ্যোগে ও প্যারীচাঁদ মিত্রের সম্পাদনায় এটি প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল দেশের শিক্ষিত জনমতকে সুসংহত করা এবং দেশ ও দেশবাসীর অভাব অভিযোগ ইংরেজদের কর্ণগোচর করা। 'জ্ঞানান্বেষনের' মতো 'বেঙ্গল স্পেকটেটর' ও কৃষকদের সমস্যা তুলে ধরেছিলেন। 'বেঙ্গল স্পেকটেটর' মনে করত শিক্ষার বিস্তার ঘটলেই কৃষক সমস্যার সমাধান সম্ভব হবে (দত্তবণিক, (বিশ্বাস) ১৩৩-৩৬)।

ভারতে সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষ মতামত প্রকাশের অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যয় এবং তার 'হিন্দু পেট্রিয়েট' নিয়ে আলোচনা প্রয়োজন। তিনি জন্মগ্রহন করেন ১৮২৪ সালে কলকাতার ভাবানীপুরে মাতুলালয়ে। তার অদম্য জ্ঞান পিপাসার জন্যই ইংরেজী এবং অন্যান্য বিষয়ে তিনি নিজের চেষ্টাতেই বুৎপত্তি লাভ করেন। ১৮৪৬ সালে ভারতের গভর্নর জেনারেল হিসাবে এসে লর্ড ডালহৌসি স্বৈরাচারের বন্যা বইয়ে দেন। ওই বারেই প্রকাশিত হয় গিরিশ চন্দ্র ঘোঘ এর 'বেঙ্গল রেকর্ডার'। এই বেঙ্গল রেকর্ডার-এ হরিশচন্দ্র নিয়মির লিখতেন। কিন্তু গিরিশচন্দ্র অবশ্য এই পত্রিকা বেশিদিন চালাতে পারেননি (ভট্টাচার্য্য, ১৯৯৮:৮৫)। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে মধুসূদন রায় নামক জনৈক স্বদেশহিতৈষী ধনী ব্যক্তি একটি মুদ্রণযন্ত্র ক্রয় করে সাপ্তাহিক হিন্দু পেট্রিয়ট ১৭, দর্পনারায়ন স্ট্রিট হতে প্রকাশ করেন। প্রথমে গিরিশচন্দ্র পরে প্রখ্যাত হরিশচন্দ্র মুখ্যার্জিকে তিনি সম্পাদক হিসাবে নিযুক্ত করেন। সিপাহী যুদ্ধ ও নীল হাঙ্গামার সময় পেট্রিয়টের নির্ভীক

সাংবাদিকতা সকলের প্রশংসা অর্জন করেছিল। সিপাহী যুদ্ধের মূল্যায়নে পেট্রিয়টের ভুল থাকতে পারে, কিন্তু বাক্যজালের আড়ালে পেট্রিয়ট সিপাহী যুদ্ধ সম্বন্ধে নিজের মতামত অস্পষ্ট রাখেনি। আবার নীলকরদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে পেট্রিয়টের অগ্নিবর্ষী লেখনী পেট্রিয়টকে তদানীন্তন যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সংবাদপত্রের মর্যাদা দান করেন। পেট্রিয়টের মতামত এতই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল যে স্বয়ং বড়লাট লোক পাঠিয়ে পেট্রিয়টের প্রতিটি সংখ্যা প্রথম সংগ্রহ করতেন (দত্ত, ১৬৮৪: ৬৯-৭০)।

১৮৫৫-৬১ এই সময়ে পর্বে হিন্দু প্যাট্রিয়টের সম্পাদক ছিলেন হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আর এই কয় বছরই ছিল পত্রিকাটির গৌরববের অধ্যায়। তার লেখা প্রবন্ধগুলি কয়টি ভাগে ভাগ করা যায়। ১। বিদ্রোহ, ২। ক্ষমতাহস্তান্তর, ৩। সৈন্যবাহিনী, ৪। জমি সংক্রান্ত আইন কানুন, ৫। নীলচাষ ও নীল বিদ্রোহ, ৬। শিল্প ও বাণিজ্য সংক্রান্ত, ৭। ভারত শাসন, ৮। ভারতীয় ও ইউরোপীয়, ৯। সামাজিক এবং ধর্মীয় এবং ১০। শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়। সিপাহী বিদ্রোহও সাঁওতাল বিদ্রোহও সম্পর্কে হিন্দু প্যাট্রিয়টের কিছু মাত্র সমর্থন না থাকলেও নীলবিদ্রোহে পত্রিকাটির পরিবর্তিত ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়। হরিশচন্দ্র নীলচাষীদের বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করেছেন প্রয়োজনে তার কোন কোন দিন নিরন্ন থাকতে হয়েছে। তার আর একটি অবদানের কথা অস্বীকার করা যায় না, তিনি গ্রাম বাংলায় সাংবাদিক বাহিনী গড়ে তোলেন তাদের কাজ হচ্ছে শুধু সংবাদ সরবরাহ করাই নয় সেই সঙ্গে আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহন করা। এর সদস্যদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন শিশির কুমার ঘোষ, দীনবন্ধু মিত্র, মনমোহন ঘোষ, গিরিশচন্দ্র বসু, নদীয়ার স্কুল সমূহের ডেপুটি ইন্সপেক্টর মুখোপাধ্যায় এবং কুমার মনির বাঙাল হরিনাথ মজুমদার প্রমুখ (দত্তবণিক (বিশ্বাস) ১৪১-১৫২)।

'হিন্দু পেট্রিয়েট' পত্রিকাটিতে অত্যাচারিদের হয়ে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে কড়া ভাষায় লিখতেন। তার লেখনি রাতের ঘুম কেড়ে নিল শেতাঙ্গ সাম্রাজ্যবাদী এবং নীলকরদের। ব্রিটিশ শাসকদের বৈষম্য ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে ১৮৫৭ সালে দেশীয় সিপাহিরা অস্ত্র ধরলে সাম্রাজ্যবাদীরা তাঁকে বিদ্রোহী বলে আখ্যা দেয়। হরিশচন্দ্র প্রথম তার পত্রিকায় একে বিদ্রোহ না বলে বললেন জাতীয় মহাবিপ্লব - দি গ্রেট ইন্ডিয়ান রিভোল্ট (ভট্টাচার্য, ১৯৯৮ : ৮৬)। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকা তৎকালীন সাধারণ নীলচাষীদের উপর নীলকর সাহেবদের অন্যায় অত্যাচার ও সরকারী পুলিশ দিয়ে নীলকরদের মদত দেওয়ার বিরুদ্ধে সরকার তীব্র সমালোচনা করত। তাই 'হিন্দু পেট্রিয়ট'কে ভারতের প্রথম জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র বলা হয়। বিশেষ করে হরিশচন্দ্র মুখার্জীর সম্পাদকতায় এই পত্রিকায় শ্বেতকায় উপনিবেশিক শ্রেণির মানুষ ও নীলকার সাহেবদের কাছে রীতিমত ভয়ের কারণ হয়ে উঠেছিল (মান্না, ১৯৯৫ : ৬৫)। সেই সময় নিশ্চিন্দি পুরের কাচিকাটা নীলকুঠির কুখ্যাত আর্চিবল্ড হিলসা এক গ্রাম্য বধূকে আটকে রেখে ধর্ষণ করে। হিন্দু পেট্রিয়েট সে সংবাদ প্রকাশ করলে হিলস সুপ্রিম কোর্টে হরিশচন্দ্রের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে মার্চ। সে মামলা না চলায় সেপ্টেম্বরে জর্জ মিয়ার্শ নামে আরেক নীলকর হরিশচন্দ্রের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। ওই মামলা চলার সময়ই ১৮৬১ সালে জুন মাসে অকালে হরিশচন্দ্রের মৃত্যু হয়। হরিশের বিরুদ্ধে যখন মামলা চলছিল সেই সময় ইঙ্গিত দেওয়া হয়, পত্রিকা ক্ষমা চেয়ে নিলেই মামলা তুলে নেওয়া হবে। কিন্তু কোন রকম আপসে বিরোধী হরিশ তা করেননি। এই নির্ভীকতার জন্য। সত্য বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রকাশের জন্য হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কে 'ভারতীয় সাংবাদিকতার জনক' বলা হয়ে থাকে (ভট্টাচার্য, ১৯৯৮: ৭৮-৮৮)।

তবে যাই হোক পরাধীন ভারতে স্বাধীন, সৎ ও মৌলিক সাংবাদিকতার বিকাশে 'হিন্দু পেট্রিয়েট' পত্রিকাটির অবদান অনস্বীকার্য। কারন এই পত্রিকাটি পরাধীন ভারতে জাতীয়তাবাদের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের কৃষকদের উপর অমানবিক অত্যাচারের কাহিনী তুলে ধরতে সচেষ্ট হয়েছে লেখনীর মাধ্যমে। আবার ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলাদেশে যে রাজনৈতিক চেতনার সূত্রপাত হয় তা হরিশচন্দ্রের নীল আন্দোলন সমর্থনের মধ্যে দিয়ে নতুন গতিলাভ করে যা পরবর্তীকালে জাতীয়তাবাদের বিকাশ সাহায্য করে। আবার এই পত্রিকায় বিভিন্ন সংবাদ ও পত্রগুলিতে আর্ন্তজাতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও পরিচয় পাওয়া যায়। জনৈক রায়তদের নামে

প্রকাশিত 'The Zeminder and the Ryot' নামক পত্রিকার কথা উল্লেখ করা যায় (দত্তবণিক (বিশ্বাস) ১৪১-১৫২)। ভারতে সংবাদপত্রের বিকাশের স্রোতধারায় আর্বিভূত হয়েছিল আর একটি পত্রিকা তা হল 'সোমপ্রকাশ'। ১৮৫৮ সালের ১৫ই নভেম্বর বিদ্যাসাগরের পৃষ্ঠপোষকতায় ও দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষনের সম্পাদনায় সাপ্তাহিক 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই 'সোমপ্রকাশ' ও নীলকর সাহেবদের অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখর হয়েছিল। ১৮৬২ সালে এপ্রিল মাস থেকে দ্বারকানাথ সোনারপুর স্টেশনের কাছে তার বাড়ি চাৎড়িপোতা গ্রাম থেকে একটি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র রূপে প্রকাশ করেছিলেন (মান্না, ১৯৯৫: ৬৭)। সোমপ্রকাশের প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল রাজনীতি সমাজ ও অর্থনীতি। আলোচনার বিষয়বস্তু, দৃষ্টিভঙ্গির বৈশিষ্ট্য, জনপ্রিয়তা, প্রচার সংখ্যা যে কোন দিক থেকে বিচার করলে, সোমপ্রকাশ ছিল নিঃসন্দেহ উনিশ শতকের বাঙলার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুখপত্র। সমকালীন বিশ্ববিকাশের স্তরে সামন্ততন্ত্র থেকে গণতন্ত্রের উত্তরণ পর্বে এক একটি বিশিষ্ট পদক্ষেপসম আর্ন্তজাতিক ঘটনাবলি-আমেরিকার গৃহযুদ্ধ, পোল্যান্ড ও আয়ারল্যান্ডের স্বাধীনতা আন্দোলন, জার বিরোধী নিহিলিষ্ট আন্দোলন ইত্যাদি - সোমপ্রকাশের আগ্রহের বিষয়। আবার ব্রিটিশ শাসনে ভারতে অর্থনৈতিক শোষণের নগ্নচরিত্রটি যতদূর পেরেছে তুলে ধরেছে। আবার দেশিয় সাংবাদিকতার জগতে সোমপ্রকাশ এক ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিল। তার দৃষ্টিভঙ্গিতে সেই ঔপনিবেশিকতা বিরোধী, সামন্ততন্ত্র বিরোধী গণতান্ত্রিক চেতনার আভাস লক্ষ্য করে ব্রিটিশ শাসক গোষ্ঠী রীতিমত শঙ্কিত হয়েছিল। তাই তার দৃষ্টিভঙ্গীর নির্ভীকতা ও বলিষ্ঠতার জন্য সোমপ্রকাশকে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ আইনের দমননীতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। সোমপ্রকাশ পত্রিকার মূল বক্তব্য : ইংরেজ শাসনে দেশের ক্রমবর্ধমান দারিদ্র ও সার্বিক অবণতির মূল হল দেশের অর্থনৈতিক পরনির্ভরতা। এই অবস্থা থেকে দেশের মুক্তির একমাত্র পথ হল, উন্নততর কিন্তু স্বাধীন অর্থনৈতিক বিকাশ, যার পূর্বশর্ত, তার মতে, ভূমিতে কৃষকের স্থায়ী সত্ত্ব প্রতিষ্ঠা। সোমপ্রকাশের কাছে ইংরেজ শাসনের অর্থ এককথায় সীমাহীন শোষণ, ঘৃণ্য প্রবঞ্চনা, ব্যাপক বেকারত্ব আর অপরিসীম নিঃস্বতা (সেন, ১৯৮৪: ৮৫-১১৭)।

'সোমপ্রকাশ' সংবাদপত্রের ইতিহাসে স্মরণীয় অন্য একটি কারনে। লর্ড লিটন ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলিকে দমন করার জন্যই ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ১৩ই মার্চ আইরিশ কোয়েরসিন এর ধাঁচের ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট জারি করেন। 'দেশীয় সংবাদপত্রগুলি বৈধ ব্রিটিশ সরকারের এবং রাজভক্তদের বিরুদ্ধে প্রচার চালিয়ে উত্তেজনা সৃষ্টির চেষ্টা করেছে বলে দেখা যাচ্ছে। এ অবস্থায় রাজদ্রোহ এবং বিভিন্ন ধর্ম, গোষ্ঠী, জাতির মধ্যে ঘৃণা বা বিদ্বেষ প্রচার বন্ধের জন্যই এই আইন চালু করা হচ্ছে'।

দ্বিভাষিক সাপ্তাহিক অমৃতবাজার পত্রিকা ওই আইন জারির পরপর শুধু ইংরাজিতে প্রকাশিত হতে থাকায় আইনে তার কিছু করা গেলনা। কিন্তু 'সোমপ্রকাশ' এর বিরুদ্ধে সরকার ব্যবস্থা নিল। একবছরের মত সোমপ্রকাশ বন্ধ থাকে। এ সম্পর্কে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তার 'বাংলা সাময়িক পত্র' এ 'সোমপ্রকাশ'-এর উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছেন তা থেকে জানা যায়- "সোমপ্রকাশের লাহরোস্থ সংবাদদাতার পত্র প্রকাশ হওয়াতে গর্ভনমেন্ট আমাদের নিকট হাজার টাকা ডিপোজিট ও মুচলেকা চান। আমরা তদ্দানে সমর্থ না হওয়াতে সোমপ্রকাশ প্রচার বন্ধ হয়ে যায়"।

শিবনাথ শাস্ত্রী তার 'আত্মজীবনী' তে লিখেছেন, কাগজের প্রকাশ বন্ধ রাখতে এত তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হল যে বাংলার লেঃগর্ভনর অ্যাশলি ইডেন দ্বারকানাথকে ডেকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে আবার পত্রিকাটি চালু করার কথা বলতে বাধ্য হন। সেই মত সোমপ্রকাশে প্রচার বন্ধ হয়ে যায়।"

শিবনাথ শাস্ত্রী তার 'আত্মজীবনী' তে লিখেছেন, কাগজের প্রকাশ বন্ধ রাখতে এত তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হল যে বাংলার লেঃগর্ভনর অ্যাশলি ইডেন দ্বারকানাথকে ডেকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে আবার পত্রিকাটি চালু করার কথা বলতে বাধ্য হন। সেই মত সোমপ্রকাশ আবার প্রকাশিত হয় ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে এপ্রিল (ভট্টাচার্য, ১৯৯৮: ৯৯-১০০)।

তবে যতদূর জানা যায় ১৮৮৬ সালের ২৩শে আগষ্ট বিদ্যাভূষন মহাশয়ের মৃত্যুর পরও সোমপ্রকাশ কিছুকাল প্রকাশিত হয় (সেন, ১৯৮৪: ৮৮)।

১৮৬৮ সালে ২০ শে ফেব্রয়ারি যশোহর জেলার অমৃতবাজার গ্রাম থেকে হিন্দু পেট্রিয়ট-এর সংবাদদাতা শিশির কুমার ঘোষ ও তার অন্যান্য ভাইরা 'অমৃতবাজার পত্রিকা' প্রকাশ করেন। ১৮৬৯ সালে বাংলা সাপ্তাতিক অমৃতবাজার দ্বিভাষিক হয়। পত্রিকাটি কে কলকাতায় নিয়ে আসা হয় ১৮৭১ সালে। তখন থেকেই এর সংগ্রামী চরিত্র লক্ষ্য করা যায়। ১৮৭৪ সালে ২২শে মে এক প্রবন্ধে শিশির কুমার নীল বিদ্রোহকে বাংলার প্রথম বিপ্লব বলে অভিহিত করেন। ১৮৭৮ সালে ১৩ই মার্চ ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট জারি করা হয় তখন থেকেই শিশির কুমার ঘোষ ইংরাজিতে রূপান্তর করে আইন ফাঁকি দেন। ১৮৯১ সাল থেকে 'অমৃতবাজার পত্রিকা' দৈনিক ইংরাজি পত্রিকা হিসাবে প্রকাশিত হতে থাকে। আবার স্বাধীনতা সংগ্রামের দিনগুলিতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সমর্থন হিসাবে এক সংগ্রামী ভূমিকা পালন করে। ১৯৩৭ সালে অমৃতবাজারের সহযোগী হিসাবে প্রকাশিত হয় 'যুগান্তর" বাংলা দৈনিক (ভট্টাচার্য, ১৯৯৮: ১০০-০১)।

ভারতের রাষ্টগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের 'বেঙ্গলি পত্রিকা' অবদানকে অস্বীকার করা যায় না। তিনি এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তার এই পত্রিকাটি ঊনবিংশ শতকে বাংলা মাতৃভাষায় সংবাদ পত্রের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

১৮৫৭ সালে ভারতে প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ সংগঠিত হয়। সেই সময় গর্ভনর জেনারেল লর্ড ক্যানিং 'Gagging Act' ১৮৫৭ কে ব্যাপক ভাবে প্রচার করে। এটি ছিল 'এ্যাডামস রেগুলেশান' ১৮২৩ এর পুনারাবৃত্তি। তবে যাই হোক ১৮৫৮ সালের ১৩ জুন এই' Gagging Act' প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। ১৮৬১ সালে ভারতীয় পরিষদ আইনকে শক্তিশালী করার মধ্য দিয়ে ভারতে রাজনৈতিক সাংবাদিকতার সূত্রপাত হয়। একাধিক সংবাদপত্র যেমন The Times of India (১৮৬১), The Pioneer (১৮৬১), The Statesman (১৮৭৫), The Hindu (১৮৭৮) (আগরওয়াল অ্যান গুপ্তা, ২০০২: ১০২-১০৩)।

প্রচার মাধ্যমগুলির ভুমিকা নিয়ে আলচনা করতে গেলে একাধিক বিষয় আমাদের চোখের সামনে চলে আসে। সেগুলি হ্ল-

১. একটি দেশের আর্থসামাজিক বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করে।
২. দেশের ঐক্য ও সংহতি এবং সংবিধানের মধ্যে উল্লিখিত গণতান্ত্রিক ও সামাজিক মূল্যবোধ তুলে ধরে।
৪. শিক্ষা, বয়স্ক স্বাক্ষরতা, শিশু শিক্ষা, উচ্চশিক্ষার মত বিষয়গুলিকে ব্যাপক ভাবে প্রচার করে।
৬. সংবাদপত্রগুলি ড্রাগ বিভিন্ন নেশাজাত দ্রব্যর ক্ষতিকারক বিষয়গুলি প্রচার চালায় ও জনগণকে সচেতন করে তোলে।
৭. আর্ন্তজাতিক বিভিন্ন বিষয় যেমন ঠান্ডা যুদ্ধ শক্তি সংকট, বিশ্বায়ন, গ্যাট ইত্যাদি বিষয় নিয়েও আলোচনা করে। (আগরওয়াল অ্যান্ড গুপ্ত, ২০০২: ৬৪)।

আমরা যদি ভারতীয় প্রেক্ষাপটে সংবাদপত্রের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করি তাহলে দেখবো 'জাতিগঠনকারী' অথবা 'প্রহরী' হিসাবে সংবাদপত্রের গুরুত্ব নিয়ে স্বাধীনতার পর থেকেই সংশয় বা ধন্ধ দেখা গেছে। যারা চিন্তা করে সংবাদপত্রের ভূমিকা 'প্রহরী' হিসাবে তাঁদের বক্তব্য হ্ল, বিগত দশকে সংবাদপত্র গুলির ব্যাপক প্রসার ঘটেছে Satellite television and its print এবং কিছু পৌরাণিক কাহিনী প্রকাশ করে। আবার কিছু ক্ষমতা ও জাতীয় আদর্শ ও প্রচার করে থাকে। আজকের দিনে ভারতীয় সংবাপত্রগুলিকে কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সারমর্ম নিয়ে আলোচনা করতে দেখা যায় না তার পরিবর্তে সব কিছুকে একত্র করে আলোচনা করে থাকে। কিন্তু বিজ্ঞাপন প্রচারের ধরণ অনুযায়ী বৃহৎ জনসংখ্যার কাছে তাদের অবস্থান স্থির করে থাকে। The Time of India 'India

Poised' এটা অধিক গুরুত্বপূর্ণ সম্পাদকীয় প্রবন্ধ। আবার কিছু কিছু সময় CNN-IBN network ব্যবহার করে 'Rising India'। বোম্বেতে ব্যবহারিত সংবাদপত্র DNA ব্যবহার করে 'Calcutta is incomplete without'। বর্তমানে সংবাদপত্রগুলি অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করে থাকে, তাই তারা রাজনীতিবিদ ও সরকারী পদাধীকারীদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও অসৎ আচরনের জন্য একাধিক 'Sting operations' করে থাকে (সরকার, ২০১১: ১৮৭-১৮৯)।

গ্রন্থপঞ্জী :

1. Manna, Bankshi (1995), *Bharotio Sambadpatra Etihas* (In Bengali), Suborna Prokasahni.
2. Agarwal & Gupta (2002), *Handbook of Journalism & Mass Communication*, New Delhi.
3. Moitra, Mohit (1993), *A History of Indian Journalism*, National Book agency.
4. Bhattacharrya, Nandadulal (1997), *Sambadpatrar lttibritta*, Lipika Prokasahni.
5. Sen, Nandini (1984), *"Desher Jagaran: Somprokasher choke"* (In Bengali) in Kabiraj, Narahari. Edited unish shataker Banglar Jagaran Tarka O Bitarka. (In Bengali) Kolkata.
6. Dutta, Amar (1984), *"Hindu Patriot O Banglar Jagaran"* (In Bengali), in Kabiraj, Narahari. Edited unish shataker Banglar Jagaran Tarka O bitarka. (In Bengali) Kolkata.
7. Raychaudhury, Subir (1993), *"Henry Derozio"* (In Bengali), National Book Trust.
8. Banerjee, Tarasankar (1985), *Various Bengal Aspect of Modern History*, Calcutta.
9. Sarkar, Rita (2011), *Media ownership: Research & Regulation*, New Delhi.
10. Duttabanik, Sharmila (2014), *"Unish shataker moulick, sat, sahasi sambadpatra O sangbadikata Pratistha: Hindu Patriot: Ekti samikha"* (In Bengali) in Nath, R.C. edited Unish O Bish Shataker Bangala (In Bengali), Progressive Publishers.